দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শ্রদ্ধাঞ্জলির ফুল তুলতে গিয়ে বাগান মালিকের বকাঝকা স্কুল ছাত্রীর আত্মহত্যা!

■ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

গ্রামের কোথাও ফুলের দোকান নেই। ২০ কিলোমিটার দূরের শহরে গেলে ফুল কিনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু রাত পোহালেই তো ২১শে ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিল তাঁদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর প্রত্যয় নিয়ে ফুল সংগ্রহে নেমে পড়ে ঠাকুরগাঁওয়ের সদর উপজেলার শিবগঞ্জ মালিগাঁও এলাকার ভগদগাজি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী আঁখি ও তার চার বান্ধবী।

পাশের একটি বাড়ির বাগানে ফুল তুলতে গেলে বাগান মালিকের স্ত্রী তাদের দেখতে পেয়ে বকাঝকা করলে আঁখিসহ চার বান্ধবী সেখান থেকে চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর বাগান মালিক নাসিরুল ইসলাম আঁখির বাসায় গিয়ে বাড়ির সবার সামনে তাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। নাসিরুল যাওয়ার কিছুক্ষণ পর অভিমানে সবার অজান্তে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে আঁখি। ফুল দিতে গিয়েই একটি তাজা ফুল এভাবেই ঝরে গেলো গত রবিবার রাত ১টায়! আঁখির এই আত্মহত্যায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আঁখি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ মালিগাঁও এলাকার কাবুলের মেয়ে। এ ব্যাপারে আঁখির বাবা কাবুল জানান, মেয়েটি তো শুধু কয়েকটি ফুলই তুলে ছিল। তার জন্য এতো গালিগালাজ করতে হয়! তাদের কারণেই আমাদের মাঝ থেকে আঁখি চিরতরে চলে গেছে।

বাগান মালিক নাসিরুল ইসলাম এ ব্যাপারে জানান, একটি বাগান করতে অনেক খরচ লাগে। মেয়েগুলো আমাদেরকে না জানিয়ে ফুল তুলেছে। তাই একটু বকাবকি করেছি মাত্র। এটুকু কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে না।

এ ব্যাপারে ঠাকুরগাঁও সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) আব্দুল মান্নান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে।